ওঁম্‌ মহাসরস্বতী মাতা

এ বৎসরের নূতন ভাদু সঙ্গীত

"চকের পরব" উপলক্ষ্যে

মানুষ-অমানুষ

ভাদু সঙ্গীত

মানুষ অমানুষ ভাদুর গানে
নূতন সাড়া জাগায় প্রাণে ॥
'চকের পরব' বিশ্বরূপে।
ঝলমলে আলোয় আছে ঢেকে ॥
রং বেরংএর বাদ্যযন্ত্র মাতোয়ারা সবার প্রাণে

(ভাদুর বই) পাইকারী দরে পাবেন—

মৃত্যুঞ্জয় রক্ষিতের দোকানে।

প্রণেতা = শ্রীদুর্গাদাস দে (জুনবেদ্যা, বাঁকুড়া)

প্রকাশক = শ্রীঅজিতকুমার কর্ম্মকার (বাঁকুড়া)

মূল্য—২৫ পয়সা ভাদ্র মাস

ভৈরব প্রেস—বাঁকুড়া

(ভাদুর বন্দনা)

ওগো ভদ্রেশ্বরী।

কলিকালে তোমার পূজার ধুম ভারি।
এমন রং এর খেলা কোথাও নাই সন্দেশের ঝকমারি।
ধন্যলীলা তোমার মাগো তুমি পরম ঈশ্বরী॥
মর্ত্তধামে তুমি দেবী গো সজাগ দেবতা সুন্দরী।
সকল দেবতা তোমার কাছে মানিয়েছে ঝকমারি।
অবলার মতে তুমি গো হও মা ত্রিপুরারি॥
তুমি মোদের আদ্যাশক্তি তুমি মা সর্ব্বেশ্বরী।
কিবা তোমার রূপের ছটা গো দেখি যে নয়ন ভারী॥
কি দিয়ে গড়েছেন বিধি হাস্যমুখী সুন্দরী।
আমরা শুধু তোমার দয়ায় খাই সন্দেশ চুরি করি॥

(ভাদুর বিয়ে)

ভাদু করি মানা।
পাড়াগাঁয়ে বিয়ে লো তুই করিস না॥
হোক না কেন চাষী বাসী লো,
হোক না সুন্দর মুখখানা।
তুই বিয়ে কষে দেখে নিবি
রসিক হবে যে জনা॥

দুই

(যেন) মনের দুঃখে হয়না মরতে

[illegible] ফেলে যেজন পালায়ন।

মনের মতো হয়ে থাকবি কোন কষ্ট পাবি না।

(তুই) রূপ দেখে তার হসনা পাগল

গাধার দেখে ভুলিস না।

বুদ্ধিমান রোজগারী হলে

কালখান্দা মানিস না॥

(৩)

(চকের পরব)

এবার চক্‌বাজারে

মহাপ্রভুর কৃপা হল এবারে

বিশ্বরূপ আর চোদ্দ মাদল হচ্ছে গো ঘটা করে

দেশ বিদেশের কীর্ত্তণের দল আসছে গো নামের তরে॥

জয় রাধা গোবিন্দ নামে মাতোয়ারা সকলে।

দিবা রাত্রি ভক্তগনে আসছে গো দলে দলে॥

কত রং বেরংএর আলোর ঝিলিক দেখবে গো দুচোখ ভরে

চকবাজার থেকে মাচানতলা গো আলোয় আলোয়

গেছে ভরে

কত দুর দুরান্তের লোক আসিছে গো "বিশ্বরূপ"

দেখার তরে॥

নিউ "মডেল কার"

বলি ওহে "ডিয়ার"
"ইষ্টার্ট" দিয়ে "ষ্টপ" করলে কেন গিয়ার।
'নিউ' 'ডজে' মন মজেছে হে
'ওল্ডে' কি কাজ সাধে এবার।
তুমি নতুন 'মডেল কার' পেয়েছ
'ওল্ড মডেল' 'ডোণ্ট কেয়ার'
এই কি 'ইওর' লাভের মেনার হে
'ডে এণ্ড নাইট, ডয়াও টিয়ার'
ইওর সাথে 'ভুলেও দেনস'
পড়ো না মনা, লাভে নেভার'
'নিউ মডেল' ভালো মবিল হে
সামলে চেল বারে বার
দেখে শুনে 'ইষ্টার্ট' দিও
নইলে বাষ্ট হবে 'নিউ মডেল কার'
নূতন কারে ড্রাইভ করতে হে
প্রাণে জাগে 'নিউ প্রিশার'
আবার 'লাভ মবিলে' ভেজাল থাকলে
পিরীতি হবে ক্লাকচার
দুর্গাদাস ভাই বলে এবার
কেউ পড়োনা 'লাভে, নেভার

(৫)

(ভাদুর প্রশেসন)

ভাদুর প্রশেসনে
পাশ করার ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর সনে
মাচানতলা টু রাণীগঞ্জ মোড়ে লো
গেট লাইট প্রত্যেক স্থানে
মোটর লরী ঘোড়া গাড়ী
থাকবে সব প্রত্যেক স্থানে স্থানে
গাড়ীর সামনেতে লাইট থাকবে লো
হাজার পাওয়ার ওয়ালা
এই নিয়মে সাজাব মোরা
ফাষ্ট হবে মোদের মেলা।
রেডিও আর রাখবনা গো
আনব কিনে টেলিভিসন
দেখব তাতে চকের পরব
নুতন বিশ্বরূপ দর্শন।

(৬)

(মনস্তাপ)

ভাদু তোর জ্বালাতে
দেশ ছেড়ে হবেলো বুঝি পালাতে
খোকার মা ধরছে বায়না লো ছাড়বেনা কোন মতে
একে পেটটা ভরে পাইনা খেতে লো (তার) ভাদুর
খোরাক যোগাতে

পাঁচ

বাজারেতে ধার মিলবে না (তবে) ঢেঁকিটা বাঁধা দিতে।
এ বছরের মত ভাদু চালাই দিই কোন মতে
আসছে বছর করব প্রণাম লো তোর ফাটা চরণেতে
গরীব ঘরে না আসিবে লো আসবি বড় লোকের ঘরেতে
নইলে মিষ্টির যা দর হয়েছে এলে দেব পিণ্ডি খেতে।

(৭)

ওগো ললিতে
চায়ে মজে গেছে কলিতে
কিবা ইতর ভদ্র ধনী, কুলি মজুর চাষীতে।
সবাই কিনে খাচ্ছে যে চা
বিরাম নাইকো দিনরাতে।
মেলায় হাটে মজলিসেতে
কাছারীতে আর সিনেমাতে, শ্রাদ্ধ বিয়ে সমাজ ডাকে
চা চলিছে যাত্রাতে।
মেয়ে মরদ ছেলে বুড়া
বাদ নাই কেউ কলিতে, যার না জুটে মাড় ও পানি
সেও খাচ্ছে ভাই ভোরেতে।
আগে ছিল শহর বাজার
এখন এল কুঁড়েতে।
দুর্গাদাস তাই চায়ের নেশায় ভুগছে ডিসপেপ্সিয়ারে

(৮)

ধান চাউল বিনে

ও ভাদুধন বাঁচিব রঙ্গ কেমনে
শনি দেবীর পূর্ণ দৃষ্টি গো পড়েছে চাষীর পানে
এবার লক্ষ্মী ছেড়ে গেল চলে বৈকুণ্ঠনাথ ভবনে।
লঙ্কা হলুদ তেলে নুনে গো লাগছে আগুণ দিনে দিনে
এখন আটার বাজার সদাই গরম গরীব বাঁচে কেমনে।
এবার চাষ না হলে কি খাবে সব চাষীরা মরবে প্রাণে
দুর্গাদাস তাই দিনে রাতে আঁধার দেখছে ধান বিনে।

(৯)

কলির হাওয়া (নুতন সুর)

কলি যুগের রঙ্গ লীলাতে।
হেঁসে খিল ধরেছে পেটেতে॥
ছল চাতুরী কুট বুদ্ধিতে, দেশ ভরেছে ডাকাতে।
করছে চুরি দিনে রাতে, কাজ চালাচ্ছে ফাঁকিতে॥
পাপ পূণ্যের নাইক বিচার, কর্ত্তা এবং গিন্নিতে।
মামলা দায়ের করছে গিন্নী পুরুষ পচার জেলেতে॥
খাচ্ছে যারা ভাচা ভানে, অঙ্গ দেহ কলিতে

তারই বেটার বৌকে সাজায় নেকলেশ দিয়ে গলেতে।
ভাসুর বোয়াসিনে লড়াই মামলা বাপে বেটাতে
মানেনা বৌ. ভাসুর শ্বশুর, ঘোমটা নেয়না মাথাতে
টাকার লোভে মানুষ যে ভাই বসায় ছুরি বুকেতে ও
তাই কলির রঙ্গ লীলা দেখে সাধ নাই দুর্গার বাঁচিতে॥

হঠাৎ পয়সা হলে।

আগের দুঃখ একবারে সে যায় ভুলে॥

মানে না ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব রে ভিখারী দোরে গেলে।
(ও সে বিষয় মদে মত্ত হয়ে, দেয় যে তারে তাড়িয়ে॥
মেজাজ সদাই জজ ম্যাজিষ্ট্রেট রে চোখ রাঙ্গায় সে সবার।
গুরু বলে নোয়ায় না মাথা পয়সারই পূজা বলে॥
সংসার তাহার হেয় বস্তরে স্বর্গ তার পদতলে।
যেন গরল খেয়ে আছে বসেরে দংশিবে কেহ এলে॥

(১১)

আজকে ঘেরাও করে
খোকার বাবার রাখছে তোমরা ঘরে
উঠতে বসতে দিচ্ছ নাইকো আজকে সারা রাত ধরে
কেমন করে পালাও তুমি দাঁড়িয়ে রইলাম দুয়ারে
দাবী মানতে হবে মানতে হবে থাকতে হবে ঘরেতে
বত্রিশ দফা কর্মসূচী এইটি তার ভিতরে
তোমার কাল গুঁতাকে ভয় করিনা থাকতে হবে আজ রাতে।

ওহে ঠাকুর জামাই
চকবাজারে "পরব" দেখতে যাওয়া চাই॥
অমানুষ বরং দেখতে চাইনা হে পয়সা কিছুই নেব নাই।
হেথায় কত লোকের ভিড় হবে হে আনন্দে মাতবে সবাই॥
ছেলে পিলে নেব না সঙ্গে হে দুজনেতেই যাওয়া চাই।
শুনছি মাচান তলার 'বিশ্বরূপ' দেখব এবার দুচোখ ভরে॥
কত খরচা করে করছে পরব দে-তে মোদের যাওয়া চাই।

(১৩)

ভাদুর বিদায়

(বাঁধনা তরীখানি আমার এই নদী কূলে)
রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুরে গান

যেওনা ওরে ভাদু আমারে পায়ে ঠেলে।
ভব আসরে বসে আজি কি হবে, মোর তুমি গেলে॥
বহু দিনের আশা মোর জেগে ছিল অন্তরে।
তাই ভাদু দিলে দেখা বৎসর অন্তরে॥
একবার এস হৃদে ধরি এই নব প্রভাত কালে।
দুর্গাদাসের বাণী ভাদু বড় আদরিনী॥
নইলে কেন এত আদর, করে কত রাজারাণী।
এই দিনের দুঃখ নিবরিতে একটী উপায় দাওনা বলে॥

(১৪)

※ (অঘ্রানুষের গান) ※

শ্রীকৃষ্ণের মরণ বাঁশীতে
রাধা পারেনা আর থাকিতে
কদম্বেরই ছায়া তলে
বাঁশী রাধা রাধা নাম বলে

দেখে কুটিলার অঙ্গ জলে

রাধায় সাজা দিয়ে।

আয়ান ঘোষের বাড়ীর পথে

কৃষ্ণ সদাই চায়

কখন রাধা বাইরে যাবে

কদম্বেরই ছায়

কুটিলা ননদী তখন

পিছু পিছু ধায়।

বুঝলে শ্যাম রায়॥

শ্রীদুর্গাদাস দে বি, এ

পান মার্চ্চেন্ট এণ্ড কমিশন এজেন্ট

উইথ সাইন বোর্ড ও রবার ষ্ট্যাম্পের অর্ডার সাপ্লায়াস

চক্‌বাজার পানের আড়ৎ

বাঁকুড়া

★ সততাই আমাদের মূল লক্ষ্য ★

তরুণ ওয়াচ কোং

ঘড়ির দোকান (রিপেয়ারিং সপ্‌)

প্রোঃ—শ্রীসুকুমার চক্রবর্ত্তী

নুনগোলা রোড

বাঁকুড়া।